দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কারিগরি শিক্ষায় অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো অনেক বৈষম্য, অব্যবস্থাপনা ও মানহীনতা রয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় এ সব প্রবণতা আরো স্পষ্ট ও প্রকট। বিশ্ব অর্থনীতিতে বর্তমান চরম সংকটের সময়ও বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিদেশ থেকে শত শত কোটি ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করছে। দেশে-বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের শতকরা নব্বই ভাগই অদক্ষ, স্বল্প শিক্ষিত। এই শ্রমিকদের বিভিন্ন সেবামূলক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে পারলে শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী হতে পারে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে এবং দেশে শিল্পায়নের প্রয়োজনেও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ বিবেচনা করেই সরকার কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু এসব প্রকল্পের বেশীর ভাগই সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাসহ নানা জটিলতায় অংকুরেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা না থাকা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং বর্তমান প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হচ্ছে।

দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার যে প্রত্যাশা মাঝে-মধ্যেই ব্যক্ত করা হয়, তার সাথে মানসম্মত ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরী। সাধারণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈষম্যহীন, মানসম্মত এবং কর্মমুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা থাকলেও দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজনে বিগত এক দশকে দেশে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু গৃহীত প্রকল্পগুলো সফলভাবে সমাপ্তকরণের পাশাপাশি এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রকল্পের সাথে জড়িতদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে আমলে করার কারণে কারিগরি শিক্ষায়তনগুলোতে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা যেন কাটছেই না। গতানুগতিক শিক্ষার তাৎপর্যহীনতা ছাড়াও পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষার দিকে নজর দেয়ার কোন বিকল্প নেই। কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে এবং শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করতে সরকার শত শত কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণের পরও এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে অনীহা এবং প্রকল্পগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা না পাওয়ার সংবাদ দুঃখজনক। গতকাল একটি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, নিম্ন ও মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে অতীতে গৃহীত বেশীরভাগ প্রকল্পের কোন ফল পাওয়া যায়নি। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম থেমে যায়। শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিপাকে পড়তে হয়। অতি প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা নিয়ে সরকারের কোন বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা না থাকাই এর জন্য দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

কারিগরি শিক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনীহা কোন নতুন বিষয় নয়। এমনকি বুয়েটসহ কারিগরি শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলোও বেশীরভাগ সময় অস্থিতিশীলতা ও নানাবিধ সংকটে স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে পারছে না। সিলেট, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালীতে অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন-পুরনো প্রায় সবগুলো প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ অনিয়ম, সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে প্রায়শঃ শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকছে। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে দেশ। নিম্ন ও মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানীর সুযোগ সৃষ্টির করবে বলে অর্থনীতিতে নতুন যে সম্ভাবনার প্রত্যাশা করা হচ্ছিল তাও পূরণ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিক পরিকল্পনায় সচল রাখার পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় স্থাপিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম গতিশীল এবং মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে এখন শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিরই চাহিদা রয়েছে। কাজেই বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানীর সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে অবিলম্বে কারিগরি শিক্ষার সংকটগুলো দূর করতে হবে। সেই সাথে তথ্য-প্রযুক্তি এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মত সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে অধিক জনশক্তি তৈরী এবং কাজে লাগানোর বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।